মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

## রুকু ১৬

(১)ফরিসি ও সদ্দুকিরা এসে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে বেহেস্ত থেকে একটি মোজেজা দেখতে চাইলেন।

(২)তিনি তাদের জবাব দিলেন, "সন্ধ্যা হলে তোমরা বলে থাকো, 'আকাশটা লাল, সুতরাং আবহাওয়া ভালোই থাকবে।' (৩)আবার সকালে বলো, 'আজ ঝড় হবেই, কারণ আকাশটা লাল ও অন্ধকার।' আকাশের অবস্থা তোমরা ঠিকই বুঝতে পারো কিন্তু সময়ের চিহ্ন বুঝতে পারো না। (৪)এই খারাপ ও অবিশ্বস্ত জাতি মোজেজা দেখতে চায় কিন্তু হযরত ইউনুস আ.-র চিহ্ন ছাড়া কোনো মোজেজাই এদের দেখানো হবে না।" অতঃপর তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

(৫)লেকের ওপারে পৌঁছে হাওয়ারিরা দেখলেন যে, তারা রুটি নিতে ভুলে গেছেন। (৬)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "তোমরা সতর্ক থাকো, ফরিসি ও সদ্দুকিদের খামি থেকে সাবধান হও।" (৭)তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "আমরা রুটি আনিনি বলে উনি একথা বলছেন।"

(৮)কিন্তু হযরত ইসা আ. বিষয়টি বুঝতে পেরে তাদের বললেন, "দুর্বল বিশ্বাসীর দল, তোমরা নিজেদের মধ্যে কেনো বলাবলি করছো যে, তোমাদের কাছে রুটি নেই? (৯)তোমরা কি এখনো অনুভব করতে পারোনি? তোমাদের কি মনে নেই সেই পাঁচ হাজার লোকের জন্য পাঁচটি রুটির কথা, আর তোমরা কতোটি ঝুড়ি

পূর্ণ করেছিলে? (১০)কিংবা সেই চার হাজার লোকের জন্য সাতটি রুটির কথা, আর কতোটি টুকরি তোমরা পূর্ণ করেছিলে?

(১১)কেনো তোমরা বুঝতে পারলে না যে, আমি তোমাদেরকে রুটির বিষয়ে বলিনি? ফরিসি ও সদ্দুকিদের খামি থেকে সাবধান হও!" (১২)তখন তারা বুঝতে পারলেন যে, তিনি রুটির খামি থেকে নয়, বরং ফরিসি ও সদ্দুকিদের শিক্ষা থেকে সাবধান থাকতে বলেছেন।

(১৩)অতঃপর হযরত ইসা আ. যখন কৈসরিয়া-ফিলিপি এলাকায় গেলেন, তখন তিনি তাঁর হাওয়ারিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইবনুল-ইনসান কে? এ-বিষয়ে লোকে কী বলে?" (১৪)তারা বললেন, "কেউ কেউ বলে, হযরত ইয়াহিয়া নবি; কেউ কেউ বলে, হযরত ইলিয়াস নবি; আবার কেউ কেউ বলে, হযরত ইয়ারমিয়া নবি অথবা নবিদের মধ্যে একজন।" (১৫)তিনি তাদের বললেন, "কিন্তু তোমরা কী বলো, আমি কে?" (১৬)হযরত সাফওয়ান রা. উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই আপনি মহিমান্বিত আল্লাহর মসিহ, তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন।"

(১৭)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "হযরত সাফওয়ান ইবনে ইউনুস, তুমি রহমতপ্রাপ্ত! কারণ রক্তমাংসে গড়া কোনো মানুষ নয়, বরং আমার প্রতিপালকই তোমার কাছে এটি প্রকাশ করেছেন। (১৮)এবং আমি তোমাকে বলছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরেই আমি আমার উম্মাহ গড়ে তুলবো। শয়তানের কোনো শক্তিই তার ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। (১৯)আমি তোমাকে বেহেস্তি রাজ্যের চাবিগুলো দেবো। তুমি এই দুনিয়াতে যা বাঁধবে তা বেহেস্তেও বেঁধে রাখা হবে আর যা খুলবে তা বেহেস্তেও খুলে দেয়া হবে।" (২০)অতঃপর তিনি হাওয়ারিদেরকে কড়া হুকুম দিলেন, যেনো তারা কাউকেই না বলেন যে, তিনিই মসিহ।

(২১)সেই সময় থেকে হযরত ইসা আ. তাঁর হাওয়ারিদেরকে স্পষ্টভাবে জানাতে লাগলেন যে, তাঁকে অবশ্যই জেরুসালেমে যেতে হবে। বুজুর্গদের, প্রধান ইমামদের ও আলিমদের হাতে অনেক কষ্টভোগ করতে হবে। তাঁকে মেরে ফেলা হবে এবং তৃতীয় দিনে তাঁকে মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে।

(২২)তখন হযরত সাফওয়ান রা. তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। বললেন, "হুজুর, আল্লাহ না করুন! আপনার ওপর কখনোই এরকম না ঘটুক!" (২৩)কিন্তু তিনি পেছন ফিরে পিতরকে বললেন, "আমার কাছ থেকে দূর হও শয়তান! তুমি আমার পথের বাধা। কারণ তুমি আল্লাহর ইচ্ছা মতো ভাবছো না কিন্তু মানুষের মতোই ভাবছো।"

(২৪)অতঃপর হযরত ইসা আ. তাঁর হাওয়ারিদেরকে বললেন, "যদি কেউ আমার অনুসারী হতে চায়, তাহলে সে নিজেকে অস্বীকার করুক এবং নিজের সলিব বহন করে আমাকে অনুসরণ করুক।

(২৫)কারণ যে-ব্যক্তি তার নিজের জীবন রক্ষা করতে চায়, সে তা হারাবে; কিন্তু যে আমার জন্য নিজের জীবন হারায়, সে তা ফিরে পাবে। (২৬)কেউ যদি গোটা দুনিয়া লাভ করেও তার জীবন হারায়, তাহলে তার কী লাভ হলো? আসলে, জীবন ফিরে পাবার জন্য মানুষ কী দিতে পারে?

(২৭)ইবনুল-ইনসান তাঁর ফেরেস্তাদের সাথে নিয়ে তাঁর প্রতিপালকের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে আসবেন এবং তখন তিনি প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে ফল দেবেন। (২৮)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এখানে এমন কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে, যারা ইবনুল-ইনসানকে তাঁর রাজ্যে আসতে না দেখা পর্যন্ত মরবে না।"